সংবাদ

তারিখ 2 1 MAY 2009
পৃষ্ঠা

রৌমারীর ৫৬ গ্রামে স্কুল নেই

চরাঞ্চলের ১০ হাজার শিশু শিক্ষাবঞ্চিত

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার ৫৬টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। উপজেলার কয়েকটি গ্রামে বিদ্যালয় থাকলেও দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ১০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে জরুরিভিত্তিতে ৪টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উপজেলা শিক্ষা দপ্তর থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৫৬ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন পাঠালেও এখন পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত রৌমারী উপজেলায় গ্রামের সংখ্যা ১৯৮টি এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২ লাখ। এর মধ্যে ১৩২টি গ্রামের ২৫ হাজার ২৬৬ শিশু ৩৯টি সরকারি, ৫০টি নিবন্ধনকৃত এবং ১৩টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া ১৮টি এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ২ হাজার ৪৪০ জন এবং ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুলে ১৩ হাজার ৪৫৮ শিশু লেখাপড়া করছে। বাকি জাদুরচর ইউনিয়নের ৭টি, রৌমারী সদর ইউনিয়নের ১৯টি, শৌলমারী ইউনিয়নের ২টি, দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের ১৩টি এবং বন্দবেড় ইউনিয়নের ১৫টি মোট ৫৬টি গ্রামে সরকারি কিংবা বেসরকারি পর্যায়ের কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় নেই। দূরের স্কুলগুলোতে যাওয়াও সম্ভব না হওয়ায় এ গ্রামগুলোর প্রায় ১০ হাজার শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে শ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এ কারণে উপজেলার শিক্ষার হার ৩৩ ভাগে রয়ে গেছে। অথচ সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী গ্রামের লোকসংখ্যা কমপক্ষে ২ হাজার এবং বিদ্যালয় গমনোপযোগী ১৫০ ছাত্রছাত্রী থাকলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়– যা এ গ্রামগুলোতে রয়েছে।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রিয়াজুল ইসলাম জানান, ৫৬টি গ্রামেই বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব। এর মধ্যে জরুরিভিত্তিতে শৌলমারী ইউনিয়নের ওকরাকান্দা ও চর বোয়ালমারী, জাদুরচর ইউনিয়নের কোমরভাঙ্গি এবং রৌমারী সদর ইউনিয়নের খাটিয়ামারী এ ৪টি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।